بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৪ঠা এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত আলোচনার ধারাবাহিকতায় **খায়বার যুদ্ধাভিযান পরবর্তী ঘটনাবলী, ফাদাকে'র অধিবাসীদের সাথে সন্ধিচুক্তি এবং ওয়াদিউল কুরা'র যুদ্ধাভিযানের ঘটনা তুলে ধরেন।**

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, রমযানের পূর্বে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছিল। সে-ই ধারাবাহিকতায় খায়বার যুদ্ধ পরবর্তী কিছু কথা আজও উল্লেখ করব। খায়বার বিজয়ের দিনগুলোতে মহানবী (সা.)-এর জন্য আনন্দের আরেকটি উপলক্ষ্য আসে। ঘটনাটি হলো, মক্কায় অত্যাচারের-নীপিড়নের কারণে বেশ কিছু সাহাবী হাবশা বা ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিলেন যাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবী তালিব (রা.)ও ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.) হযরত আমর বিন উমাইয়্যা যামরী (রা.) মারফত ইথিওপিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে পত্র প্রেরণ করেন, যেন সেখানে অবস্থানরত মুসলমানরা মদীনায় ফেরত চলে আসেন। সে-ই নির্দেশে দীর্ঘ ১৪-১৫ বছর ইথিওপিয়ায় অবস্থানের পর মুসলমানরা দুটি নৌকায় আরোহণ করে মদীনায় ফেরত আসেন। সেখানে পৌঁছে যখন তারা জানতে পারেন যে, মহানবী (সা.) খায়বার প্রান্তরে যুদ্ধাভিযানে গিয়েছেন— তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে তারাও তাৎক্ষণিকভাবে খায়বারে গিয়ে পৌঁছান। মহানবী (সা.) তাদেরকে দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন, **আমি জানি না এ দুটি বিষয়ের কোন্‌টির কারণে আমি অধিক আনন্দিত অর্থাৎ, খায়বার বিজয় নাকি জাফরের প্রত্যাবর্তন?** তাদের সাথে হযরত আবু মূসা আশআরী (রা.)-র গোত্রের পঞ্চাশজনের অধিক এবং আশজাআ গোত্রেরও কিছু লোক মদীনায় আসেন। মহানবী (সা.) খায়বার থেকে প্রাপ্ত মালে গণিমত থেকে তাদেরকেও কিছু অংশ প্রদান করেন। যেহেতু তারা নৌকায় চড়ে এসেছিলেন তাই তাদেরকে **আসহাবুস্ সাফীনা**ও বলা হতো।

হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানদের চেয়ে মক্কা থেকে সরাসরি মদীনায় হিজরতকারীরা অনেক আগেই এখানে চলে এসেছিলেন এবং এ সময়টিতে তারা বেশ কিছু যুদ্ধাভিযানেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাই তাদের পরস্পরের মাঝে একথার চর্চা হতে থাকে যে, সরাসরি মদীনায় হিজরতকারীরা তাদের চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব রাখেন। একবার হযরত উমর (রা.) হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমরা তোমাদের চেয়ে মহানবী (সা.)-এর অধিক নিকটবর্তী। তিনি একথা শুনে কষ্ট পান এবং রাগতস্বরে বলেন, এটি কখনো হতে পারে না। তোমরা তো মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলে আর সর্বাবস্থায় তাঁর সাহচর্য ও নির্দেশনা পেয়েছ আর আমরা দূরদেশে কেবলমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের খাতিরে কষ্ট সহ্য করেছি। খোদার কসম! মহানবী (সা.)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত আমি পানাহার করব না। এরপর বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করা হলে তিনি (সা.) বলেন, **তারা**

তোমাদের চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্যতা রাখে না, কেননা তোমরা দুটি হিজরত করেছ আর সেখানে তারা কেবল একটি হিজরত করেছে। হযরত উমায়েস (রা.) আমৃত্যু একথা লোকদের কাছে আনন্দের সাথে উল্লেখ করতেন আর হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারীরা তার কাছে একথা শুনতে আসতেন। পৃথিবীর আর কোনো কিছু তাদেরকে এতটা আনন্দ দিত না বা সম্মানিত করত না যতটা মহানবী (সা.)-এর এই কথার মাধ্যমে তারা আনন্দ উপভোগ করত।

খায়বারের যুদ্ধে এক ইহুদী নেতার হাবশী ক্রীতদাসের শাহাদতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার নাম ছিল **ইয়াসার**, যে তার মালিকের ছাগপাল চরাতো। সে ইহুদীদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে দেখে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের অভিসন্ধি কী? তারা বলে, আমরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করব, কেননা সে নবী দাবি করেছে। একথা শুনে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা তার হৃদয়ে স্থান করে নেয়। সে পাশেই কোনো একটি চারণভূমিতে ছাগপাল চরাচ্ছিল, এমন সময় তাকে আটক করে সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত করলে সে জিজ্ঞেস করে, আপনি মানুষকে কিসের দিকে আহ্বান করছেন? তিনি (সা.) বলেন, আমি ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। আর বলছি, তোমরা এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই আর আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদত করবে না এবং আমি আল্লাহ্‌র রসূল। এরপর সে বলে, আমি ঈমান আনয়ন করলে আমি কিছু লাভ করব কী, কেননা আমি তো কৃষ্ণবর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও কুৎসিত চেহারার অধিকারী আর আমার কাছে ধনসম্পদও নাই? এখন আমি যদি যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ করি তাহলে কি আমি জান্নাতে যাব? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ! তুমি জান্নাত লাভ করবে। অতঃপর সে মুসলমান হয়ে যায়।

পুনরায় সেই ক্রীতদাস বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই ছাগপাল আমার কাছে মনিবের আমানতস্বরূপ। আমি এগুলোর কী করব? তিনি (সা.) বলেন, বকরীগুলোকে মালিকের বাড়ির দিকে মুখ করে হাঁকিয়ে দাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমার আমানত তার কাছে পৌঁছে দিবেন। তিনি এমনটিই করেন আর মহানবী (সা.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী সেগুলো তার মালিকের কাছে গিয়ে পৌঁছে। হুযূর (আই.) বলেন, **যারা আপত্তি করে যে, মুহাম্মদ (সা.) মালে গণিমত লাভ করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন, বিশেষ করে খায়বারের প্রেক্ষাপটে আপত্তি করে যে, ইহুদীদের সম্পদ অবৈধভাবে হাতিয়ে নেয়ার জন্য তাদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। যদি এ কথা সত্য হতো, তাহলে এরূপ যুদ্ধের অবস্থায় শত্রুদের ছাগলের পাল হাতের মুঠোয় পেয়ে এবং সাহাবীদের এতটা দুর্বল ও অসহায় অবস্থা সত্ত্বেও তিনি এই আমানত ফেরত পাঠাতে বলতেন কী? কখনোই না।** যাহোক, সেই নবাগত সাহাবী অগ্রসর হন এবং লড়াই করে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন, অথচ তিনি তখনো পর্যন্ত একটি সেজদাও করেন নি অর্থাৎ, নামায পড়াও শুরু করেন নি। সাহাবীরা তার লাশ নিয়ে আসলে মহানবী (সা.) তাকে দেখে বলেন, **আল্লাহ্ তোমার চেহারাকে সুন্দর করেছেন এবং তোমার শরীরের দুর্গন্ধকে সৌরভে পরিণত করেছেন এবং তোমার সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন আর আল্লাহ্ তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছেন।**

খুতবার এ পর্যায়ে হুযূর (আই.) **'ফাদাক'** এর সন্ধিচুক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, ফাদাকবাসীরা খায়বারের যুদ্ধে ইহুদীদেরকে সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। মহানবী (সা.) **মুহাইয়্যাছা বিন মাসঊদ** (রা.)-কে ফাদাক অভিমুখে প্রেরণ করেন, যেন তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান এবং সতর্ক করেন, অর্থাৎ তারা যদি ইসলামের বিরুদ্ধে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বা মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে খায়বারের মতো তোমাদের ওপরও আক্রমণ করা হবে। তিনি সেখানে দুদিন অবস্থান করলেও তারা টালবাহানা করতে শুরু করে আর ইহুদীদের সংখ্যা ও নেতাদের বড়াই প্রকাশ করে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু মুসলমানরা যখন **'নাঈম'** দুর্গ জয় করে তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং সন্ধিচুক্তির জন্য এক ব্যক্তিকে মহানবী (সা.)-এর কাছে প্রেরণ করে। তাদের দাবি অনুযায়ী মহানবী (সা.) তাদেরকে নিজেদের সম্পূর্ণ সম্পদ, কোনো কোনো বর্ণনানুযায়ী অর্ধেক সম্পদ নিয়ে ফাদাক থেকে দেশান্তরিত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

খায়বারের মালে গণিমত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে খায়বারে যাই এবং পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য খুঁজে পাই নি, কেবল উট, গবাদি পশু, বিভিন্ন দ্রব্য ও বাগান হস্তগত হয়। আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সেখানে ধন-সম্পদ, কাপড়-চোপড় ও মালপত্র ছিল। মহানবী (সা.) খায়বারকে ছত্রিশ ভাগে ভাগ করেছিলেন। তিনি এর অর্ধেক মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন, বাকি অর্ধেক ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি এবং মুসলমানদের সমূহ বিষয়াদির জন্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন। এসময় বনু গাফফারের কয়েকজন নারী মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং তাঁর সাথে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি (সা.) তাদেরকে অনুমতি প্রদান করেন। যুদ্ধের পর তিনি তাদেরকে মালে গণিমত থেকে কিছু প্রদান না করলেও, নিজের অংশ থেকে কিছু জিনিস তাদেরকে দিয়েছিলেন। হযরত উমাইয়্যাকে একটি হার দিয়েছিলেন যা তিনি সর্বদা পরিধান করে থাকতেন। এ সময় এক সাহাবীর স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠলে তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে গিয়ে এ কথা বলেন। তিনি (সা.) তাকে খেজুর ভিজিয়ে সেই পানি পান করাতে বলেন। তদনুযায়ী তিনি এমনটি করলে তার স্ত্রীর প্রসবের সময় আর কোনো কষ্টই হয়নি।

এরপর **ওয়াদিউল কুরা**'র যুদ্ধের কথাও উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.) খায়বার বিজয়ের পর কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন, অতঃপর ইসলামী বাহিনী নিয়ে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। **'কুরা উপত্যকায়'** অবস্থানের সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর এক ক্রীতদাস ছিল, যাকে **'বনু দাবাব'** থেকে কেউ উপহার হিসেবে তাঁকে দিয়েছিল। পথিমধ্যে মহানবী (সা.)-এর উষ্ট্রীর ওপর থেকে হাওদা নিচে নামানোর সময় এক অজ্ঞাত ব্যক্তির তির তার গায়ে এসে লাগে যার ফলে সে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে মারা যায়। লোকেরা বলে, শাহাদতের অভিনন্দন। মহানবী (সা.) বলেন, না, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! তার পরিহিত চাদরটি জাহান্নামের আগুনে জ্বলছে যা সে খায়বারের দিন বন্টনের পূর্বেই মালে গণিমত থেকে তুলে নিয়েছিল। এক সাহাবী এ কথা শুনে দুটি জুতার ফিতা এনে ফেরত দেন যা তিনিও বন্টনের

পূর্বেই নিয়ে নিয়েছিলেন। যাহোক, মহানবী (সা.) **'কুরা উপত্যকায়'** চার দিন অবস্থান করেন এবং এরপর মদীনায় ফিরে আসেন।

সানী খুতবার পূর্বে হুযূর (আই.) পাঁচজন মরহুমের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন, তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন; তারা হলেন, কাদিয়ানের মুকাররম মওলানা মুহাম্মদ করীম উদ্দীন শাহেদ সাহেব, কানাডার মুকাররম আব্দুর রশীদ ইয়াহিয়া সাহেব, হায়দ্রাবাদের মির্যা ইমতিয়ায আহমদ সাহেব, ফিলিস্তিনের মুকাররম আলহাজ্জ মুহাম্মদ বিল-আরাবী সাহেব এবং হায়দ্রাবাদের মুকাররম মুহাম্মদ আশরাফ সাহেব।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)